সংবাদ

তারিখ ৩0. JAN. 2012.
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

এসএসসি পরীক্ষার ফল ৬০ দিনের মধ্যেই

● বুধবার পরীক্ষা শুরু ● পরীক্ষা চলাকালে রাজনৈতিক কর্মসূচি দেয়ার ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল হওয়ার আহ্বান শিক্ষামন্ত্রীর

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) ও সমমানের পরীক্ষায় এবার এক লাখ পাঁচ হাজার ৫৫ শিক্ষার্থী বেড়েছে। এবার ৮টি সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এ পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে ১৪ লাখ ২০ হাজার ৫৭ ছাত্রছাত্রী। এর মধ্যে ৭ লাখ ৩৫ হাজার ২২৯ ছাত্র এবং ৬ লাখ ৮৪ হাজার ৮২৮ ছাত্রী। গত বছর এ পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল ১৩ লাখ ১৫ হাজার দু'জন ছাত্রছাত্রী।

আগামী ১ ফেব্রুয়ারি বুধবার সব শিক্ষা বোর্ডের অধীনে দুই হাজার ৪৬৪টি কেন্দ্রে একযোগে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শুরু হবে। এবার ২৬ হাজার ৮৫৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিচ্ছে। পরীক্ষা চলবে ৪ মার্চ পর্যন্ত। প্রথম দিন সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা নাগাদ বাংলা ১ম পত্রের (আবশ্যিক) পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

এদিকে এসএসসি পরীক্ষা চলাকালে দেশের সব রাজনৈতিক দল কর্মসূচি দেয়ার ক্ষেত্রে 'দায়িত্বশীল' ভূমিকা পালন করবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। তিনি বলেন, যারা পরীক্ষা দিচ্ছে তারা কোন দলের পরিচয়ে পরিচিত নয়। আমি আশা করব এ ব্যাপারে সবাই সহযোগিতা করবেন এবং অধিকতর দায়িত্বশীল ও যত্নবান হবেন। গতকাল দুপুরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এ কথা বলেন। শিক্ষা সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ফাহিমা খাতুন, অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) ইকবাল খান চৌধুরী, মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা বোর্ডের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। পরীক্ষা চলাকালে রাজনৈতিক এসএসসি : পৃষ্ঠা : ১৫ ক ৬

এসএসসি : পরীক্ষার ফল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কর্মসূচি দেয়ার ক্ষেত্রে প্রধান বিরোধীদল বিএনপির প্রতি কোন আহ্বান রাখবেন কি না এমন এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমি এখানে দলীয় ব্যক্তি হিসেবে নয়, শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে কথা বলছি। এ বিষয়ে রাজনৈতিক নেতারা যথেষ্ট দায়িত্বশীল বলে আমি মনে করি। পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য তারা সহযোগিতা করবেন বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি জানান, পরীক্ষা কেন্দ্রে অকারণে রাজনীতিবিদরা যেতে পারবেন না। তবে প্রয়োজনে তাদের ডাকা হলে তারা পরীক্ষা কেন্দ্রে যেতে পারবেন বলেও শিক্ষামন্ত্রী জানান।

শিক্ষামন্ত্রী আরও জানান, পরীক্ষা শেষ হওয়ার ৬০ দিনের মধ্যেই এসএসসির ফল প্রকাশ করা হবে। এবার শিক্ষা বোর্ডগুলোর নিয়ন্ত্রণ কক্ষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোর তথ্য আদান-প্রদান হবে অনলাইনে। প্রথমবারের মতো আটটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডে ছাত্রের চেয়ে ছাত্রী সংখ্যা বেশি। এবার এসএসসিতে ১০ লাখ ৫২ হাজার ৯৬৯ শিক্ষার্থীর মধ্যে ৫ লাখ ৩২ হাজার ৮১৮ ছাত্রী এবং ৫ লাখ ২০ হাজার ১১৫ ছাত্র। অর্থাৎ ছাত্রের চেয়ে ছাত্রীর সংখ্যা ১২ হাজার ৬৬৭ জন বেশি। এছাড়া মাদ্রাসার দাখিলে ২ লাখ ৭৫ হাজার ৯৩০ জন এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এসএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষায় ৯১ হাজার ১৫৮ ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় অংশ নিবে।

তিনি জানান, এবার ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে জেদ্দা, রিয়াদ, আবুধাবী, দুবাই, দোহা-কাতার, বাহরাইন ও ত্রিপলি কেন্দ্রে একযোগে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। বিদেশের কেন্দ্রগুলোতে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ২৭৪ জন।

এবার প্রতিবন্ধী পরীক্ষার্থীদের জন্য অতিরিক্ত সময় ১৫ মিনিট থেকে বাড়িয়ে ২০ মিনিট করা হয়েছে জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, শ্রবণ প্রতিবন্ধী, সেরিব্রাল পালসিজনিত প্রতিবন্ধী এবং যাদের হাত নেই তারা শ্রুতি লেখককে সঙ্গে নিয়ে পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ঢাকা বধির স্কুলে ৪৬ জন শ্রবণ প্রতিবন্ধী পরীক্ষার্থী রয়েছে বলেও তিনি জানান।

এবারো সম্পূর্ণ নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, প্রতি বছর ১ ফেব্রুয়ারি থেকে এসএসসি পরীক্ষা নেয়া হবে। অতীতে কোন সরকারই যথা সময়ে এ পরীক্ষা নিতে পারেনি। কোন বছর দু'মাস এবং কোন বছর তিন মাস পিছিয়ে যেত এ পরীক্ষা। কিন্তু গত দু'বছর ধরে আমরা এ ধারাবাহিকতা রক্ষা করছি। আগামীতেও তা রক্ষা করা হবে। আমরা একটি স্থিতিশীল অবস্থায় এসে পৌঁছেছি। পরীক্ষা শেষ হওয়ার ৬০ দিনের মধ্যেই ফল প্রকাশ করা হবে। আর পহেলা জুলাই থেকে একাদশ শ্রেণীর ক্লাস শুরু হবে।

২১ বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্ন : শিক্ষামন্ত্রী জানান, এবার ২১টি বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্নে পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে। ২০১০ সালে দু'টি বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা নেয়া হয়েছিল। গত বছর ১০টি বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্নে পরীক্ষা হয়। এবার এসএসসিতে বাংলা দ্বিতীয় পত্র, ইংরেজি ১ম ও ২য় পত্র এবং গণিত ছাড়া সব বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্নে পরীক্ষা হবে।

ঝরে পড়া হ্রাস পেয়েছে : শিক্ষামন্ত্রী জানান, বিভিন্ন স্তরে ছাত্রছাত্রী ঝরে পড়ার হার দিন দিন কমছে। ঝরে পড়া রোধ করতে বর্তমানে প্রাথমিকে ৭৮ লাখ এবং মাধ্যমিক স্তরের ৩৯ লাখ শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি দেয়া হচ্ছে। তিনি জানান, ঝরে পড়া দীর্ঘদিন ধরে একটি বড় সমস্যা ছিল। কিন্তু আমরা ঝরে পড়া প্রায় অর্ধেক কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছি।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ফাহিমা খাতুন জানান, ২০০৯ সালে এসএসসিতে ঝরে পড়ার হার ছিল ৩৮ ভাগ, ২০১০ সালে ৪২ ভাগ, ২০১১ সালে ৩৮ ভাগ এবং এবার এ হার আরও কমে ২৮ ভাগে পৌঁছেছে।